দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 05 NOV 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

এনটিআরসিএ'র গ্যাঁড়াকলে শিক্ষিত বেকারেরা

জাহিদ হাসান

১-১২ তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় যখন লক্ষ লক্ষ নিবন্ধনধারীর চাকরি হয়নি তখন হতাশার এক মহাসাগরে ডুবে যাচ্ছিল তারা। ঠিক তখনই তাদের মধ্যে অনেকেই আবার আশার আলো দেখতে পেল ১৩ তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার সার্কুলারের মাধ্যমে। কারণ এ সার্কুলারে উল্লিখিত অনেক কিছুই বেকারদের নতুনভাবে স্বপ্ন দেখাচ্ছিল। এভাবে ১৩ তম প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অনেকেই পাসও করল। আর তখনকার অবস্থাটা ছিল এমন যে, প্রিলিমিনারি পাস করা মানে অনেকটাই নিবন্ধন পাস করা। তাই প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা লিখিত পরীক্ষা দেওয়ার পর লিখিত পরীক্ষার ফলের জন্য তাকিয়ে ছিল প্রবল আগ্রহ নিয়ে। রেজাল্ট প্রকাশের দীর্ঘসূত্রিতায় সবাই মানববন্ধনের ডাক দিল। অতঃপর রেজাল্ট প্রকাশ হলো কিন্তু এ ফল প্রকাশ সবার কাছে আসল আকাশ ভেঙে পড়ার ন্যায়। অর্থাৎ প্রায় অধিকাংশই ফেল করে বসল। (১ লক্ষ ২৭ হাজারের মধ্যে মাত্র ১৮ হাজার পাস) মানে ভাইবার জন্য ডাক পেল। অনেক ভালো পরীক্ষা দিয়েও পাস করেনি অনেকেই। শুরু হলো এনটিআরসিএ অফিসের সামনে আন্দোলন যা সংসদীয় কমিটিকেও ভাবাল। উদ্ভূত পরিস্থিতিকে সামাল দিতে জবাব দিল এনটিআরসিএ'র তৎকালীন চেয়ারম্যান। যে কথাগুলো হলো এখন থেকে আর নিবন্ধন পরীক্ষায় পাস করিয়ে বসিয়ে রাখা হবে না। আর ১৩ তমতে অসংখ্য ফেল করানোর কারণ হিসেবে বলা হলো শূন্য পদের বিপরীতে ২০% বেশি রেখে টিকান হয়েছে তাই বাকিদের অযোগ্য দেখান হয়েছে। শুরু হলো ভাইবা। আবার যোগ্যতার প্রমাণের পালা। আবারও কমান হলো সংখ্যা আর শেষে এ উত্তীর্ণের সংখ্যা এসে দাঁড়াল ১৭ হাজার-এ। শিক্ষা জগতে জীবন বিলানো বেকারেরা আশার আলো দেখতে লাগল এবং ভাবতে থাকল এনটিআরসিএ এবার বিপ্লব ঘটাবে। যেহেতু, শূন্য পদের চেয়ে মাত্র ২০% বেশি টিকানো হয়েছে। অর্থাৎ অধিকাংশেরই চাকরি হবে। ৩ ধাপে পাস করা সবাইকেই প্রায় চাকরি দিবে এনটিআরসিএ। এমনই মন ভুলানো বাণী দিয়ে আবার দেওয়া হলো চোখ ভুলানো ১৪

তম নিবন্ধনের সার্কুলার। আর এতেই বাজিমাৎ। এনটিআরসিএ'র ইতিহাসের সকল রেকর্ড ছাপিয়ে ১৪ তম সার্কুলারে এ্যাপ্লিকেশন পড়ল ৯ লক্ষাধিক। আবারও কোটি কোটি টাকা জমা পড়ল এনটিআরসিএ'র পকেটে। গত ৩১ অক্টোবর ১৪ তম নিবন্ধন প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেছে অথচ ১৩ তম চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের এখনো নিয়োগ দেওয়ার নাম নেই।

তাছাড়া, ১৩ তমদের যে স্বপ্ন দেখান হয়েছিল তা না করে এনটিআরসিএ আবার তার কথা থেকে সরে দাঁড়াল। ১৩ তমদের যে শূন্যপদের দোহাই দিয়ে গণহারে ফেল করান হয়েছিল এখন তারা আর সেটার ধার ধারে না। এখন তারা ১-১৩ তমদের ই-রিকুইজিশনের মাধ্যমে আবার আবেদন করাবে আবারও পকেটে পুরবে কয়েকশত কোটি টাকা। আর এটা করলে এবার ১৩ তমের যেখানে ৮০% এর চাকরি হওয়ার কথা সেখানে ২০% ও হবে না। এরই প্রেক্ষিতে ১৩তম নিবন্ধনধারীরা শান্তিপূর্ণভাবে তাদের গেজেট ও পরিপত্র অনুযায়ী নিয়োগ পেতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেনি। তারা গিয়েছে ২০১৫ সালে সর্বশেষ প্রকাশিত গেজেট প্রণেতা সাবেক শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খান (এনআই খান) এর দপ্তর পর্যন্ত। কিন্তু এনটিআরসিএ এই সরকারি গেজেট এবং তাদের দেওয়া ১৩ তম নিবন্ধনের পরিপত্র বাস্তবায়নের বিপক্ষে অনড়। কিন্তু এখন যদি ১৩ তম উত্তীর্ণরা তাদের যেভাবে ২০% অতিরিক্ত রেখে টিকান হয়েছে সেভাবে পরিপত্র বাস্তবায়ন না হলে কঠোর আন্দোলনসহ আইনের আশ্রয় নেয় তাহলে কী জবাব দিবে এনটিআরসিএ? আর এভাবে শুধু বেকারদের মন ভুলান কথা বলে আর কত হাতিয়ে নেবে বেকারদের পকেটের টাকা? তাহলে কী আমরা ধরে নেব এনটিআরসিএ শুধু গঠিত হয়েছে সার্কুলার বাণিজ্যের জন্য? আর সরকারি গেজেট না মানার এতবড় ধৃষ্টতাই বা তারা কিভাবে দেখায়? প্রশ্ন রইল শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল মহলের কাছে। আর বিচার রইল এ জাতির কাছে।

● লেখক : শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়